ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ **সারাদিন**

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

'ফাইটার': হৃতিকের পারিশ্রমিক ৫০ কোটি, দীপিকারা নিলেন কত?

পৃঃ ৫

জানুয়ারিতেই কি মাঠে ফিরছেন হার্দিক?

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ৩৩৯ ● কলকাতা ● ২৮ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ ● শুক্রবার ● ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

১৫ দিন লাগাতর সেবার মাধ্যমে সেবাগুরুর জন্মদিবস পালন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ১৫ দিন লাগাতর সেবার মাধ্যমে বিশ্ব সেবাশ্রম সজ্ঘ ও বিশ্বমাতা মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীসমীরেশ্বর ব্রহ্মচারীর ৫১তম জন্মতিথি পালন করা হল। উত্তরবঙ্গের চাবাগান সহ বিভিন্ন প্রান্তিক মানুষ, পুরুলিয়া, বাকুঁড়ার আদিবাসী গ্রাম, কলকাতা শহরতলীর বিভিন্ন বস্তী, রাস্তার ভবঘুরে, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিভিন্ন গ্রাম ও অঞ্চলের মানুষদের স্বাস্থ্য শিবির, শিক্ষণ সামগ্রী বিতরণ, খাদ্য প্রদান, শীতবস্ত্র, কম্বল প্রদান সহ নানাবিধ সেবার মাধ্যমে গত ৩০ নভেম্বর থেকে ১৪ ডিসেম্বর টানা ১৫দিন এই সেবাপক্ষ পালন করা হয়। বিভিন্ন দিন শ্রীসমীরেশ্বর মহারাজ নিজেও প্রত্যক্ষ ভাবে এই সেবাকার্যে নেতৃত্ব দিয়েছেন। সেবার প্রতি সারাবছর তাঁর এই নিষ্ঠা দেখে অনেকেই তাঁকে 'সেবাগুরু' বলে ডাকেন। ১৪ ডিসেম্বর জন্মতিথিতে সেবাপক্ষের শেষ দিনে বিশ্ব সেবাশ্রম সজ্ঘ প্রাঙ্গণে ৫০ জন অন্ধ মানুষদের শাল, মশারী এবং স্টিলের টিফিন ক্যারিয়ার উপহার দেওয়া হয়। এছাড়া বিশ্ব সেবাশ্রম সজ্ঘের নিজস্ব রেশন কার্ডধারীদের রেশন সামগ্রী, কম্বলও দেওয়া হয় বলে জানালেন জানালেন মুখপাত্র অমিতানন্দ ব্রহ্মচারী । শুধু কলকাতা নয় ইংল্যান্ডের পিটারবোরা শহর, বাংলাদেশের চাঁদপুর, ঢাকা, চট্টগ্রাম, লক্ষ্মীপুর, স্পেন, ইতালি সহ বিভিন্ন দেশেও সেবার মাধ্যমে জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকে যাবেন না বিরোধী দলনেতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক এড়িয়ে গেলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার বিকেলে নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক হওয়ার কথা ছিল তাঁর। রাজ্যের মানবাধিকার কমিশনের সদস্যের নাম ঠিক করতে এই বৈঠকে যোগদানের জন্য নবান্ন থেকে আমন্ত্রণ গিয়েছিল বিরোধী দলনেতার দফতরে।গত আড়াই বছরে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মুখোমুখি কোনও বৈঠকে বসেননি শুভেন্দু। যত বার এই ধরনের কোনও বৈঠকে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, তখনই সেই বৈঠক এড়িয়েছেন বিরোধী দলনেতা। এ বারের বৈঠকেও একই পন্থা অবলম্বন করলেন তিনি।কিন্তু বৈঠক শুরু হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডেলে বৈঠকে না যাওয়ার কথা জানিয়ে দেন শুভেন্দু।

বৈঠকে যোগদান না করার কারণ হিসাবে তিনটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন নন্দীগ্রামের বিধায়ক। প্রথম কারণ হিসাবে জানানো হয়েছে, 'এই বৈঠক আসলে 'লোকদেখানো'র মতো বিষয়, কারণ এখানে নিজেদের পছন্দ মতো ব্যক্তিকে বসানোর সিদ্ধান্ত আগেই নিয়ে নেওয়া হয়েছে। যাঁদের মধ্যে বেছে নেওয়ার কাজ হবে, সেই তালিকায় রয়েছেন মাত্র তিন জন। সেই তালিকায় এমন এক জন রয়েছেন, যিনি মুখ্যমন্ত্রীর চোখের মণি। যাঁকে পশ্চিমবঙ্গের তথ্য কমিশনার নিয়োগ করা হয়েছিল। এ বার তাকে পুর্নবাসন দিয়ে রাজ্যের মানবিধাকার কমিশনের চেয়ারম্যান পদে বসানো হচ্ছে।' উল্লেখ্য, রাজ্যের মুখ্যসচিব ছিলেন বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়। এখানে শুভেন্দু তাঁর কথাই বলেছেন।দ্বিতীয় কারণ হিসাবে রাজ্যে একের পর এক ঘটে চলা ঘটনায় মানবাধিকার কমিশনের নিষ্ক্রিয় থাকার কথা উল্লেখ করেছেন বিরোধী দলনেতা। তাঁর কথায়, '২০২১ সালের ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনার সময় রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের নিষ্ক্রিয়তা প্রমাণ করে দিয়েছে এটি একটি অকেজো সংগঠন। এ ছাড়া বগটুই গণহত্যা, এগরার বোমা বিস্ফোরণ, জয়নগরের ঘটনা এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনে হিংসার ঘটনায় রাজ্য

এরপর ৩ পাতায়

রাজভবনের উত্তর গেটের নাম হচ্ছে 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ফটক', শান্তিনিকেতনে জানালেন রাজ্যপাল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বোলপুর, ১৪ নভেম্বর: নিউজ সারাদিন : রাজভবনের উত্তর গেটের নতুন নাম হচ্ছে 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ফটক'। বৃহস্পতিবার শান্তিনিকেতন সফরে গিয়ে এ কথা জানালেন রাজ্যপাল তথা বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর সিভি আনন্দ বোস । এ দিন ফটকের নামের ফলক উন্মোচন ও শুদ্ধিকরণ করেন তিনি । কবিগুরুর 'প্রাণের আরাম' ছাতিমতলায় আজ সেই ফলকের উন্মোচন করা হয় । সঙ্গে ছিলেন বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য সঞ্জয়কুমার মল্লিক । রাজ্যপাল এ দিন রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালা, ছাতিমতলা, উপাসনা গৃহ ঘুরে দেখেন । বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য সঞ্জয় কুমার মল্লিককে পাশে নিয়ে রবীন্দ্র ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে রাজ্যপাল বলেন, "গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশের শুধু নয়, বিশ্বের কাছে গর্বের । তাঁর সৃষ্টি পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে আছে । আমি গর্বিত এমন বিখ্যাত মানুষের কর্মভূমিতে আসতে পেরে ।"বন্দেভারত এক্সপ্রেসে এ দিন সকালে শান্তিনিকেতনে যান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস । রথীন্দ্র অতিথি গৃহে বিশ্রাম নেন তিনি । দুপুরে রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালায় যান রাজ্যপাল । ঘুরে দেখেন গুরুদেবের ব্যবহৃত সামগ্রী । সেখান থেকে ছাতিমতলায় ঘুরে দেখেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ।

এরপর ৩ পাতায়

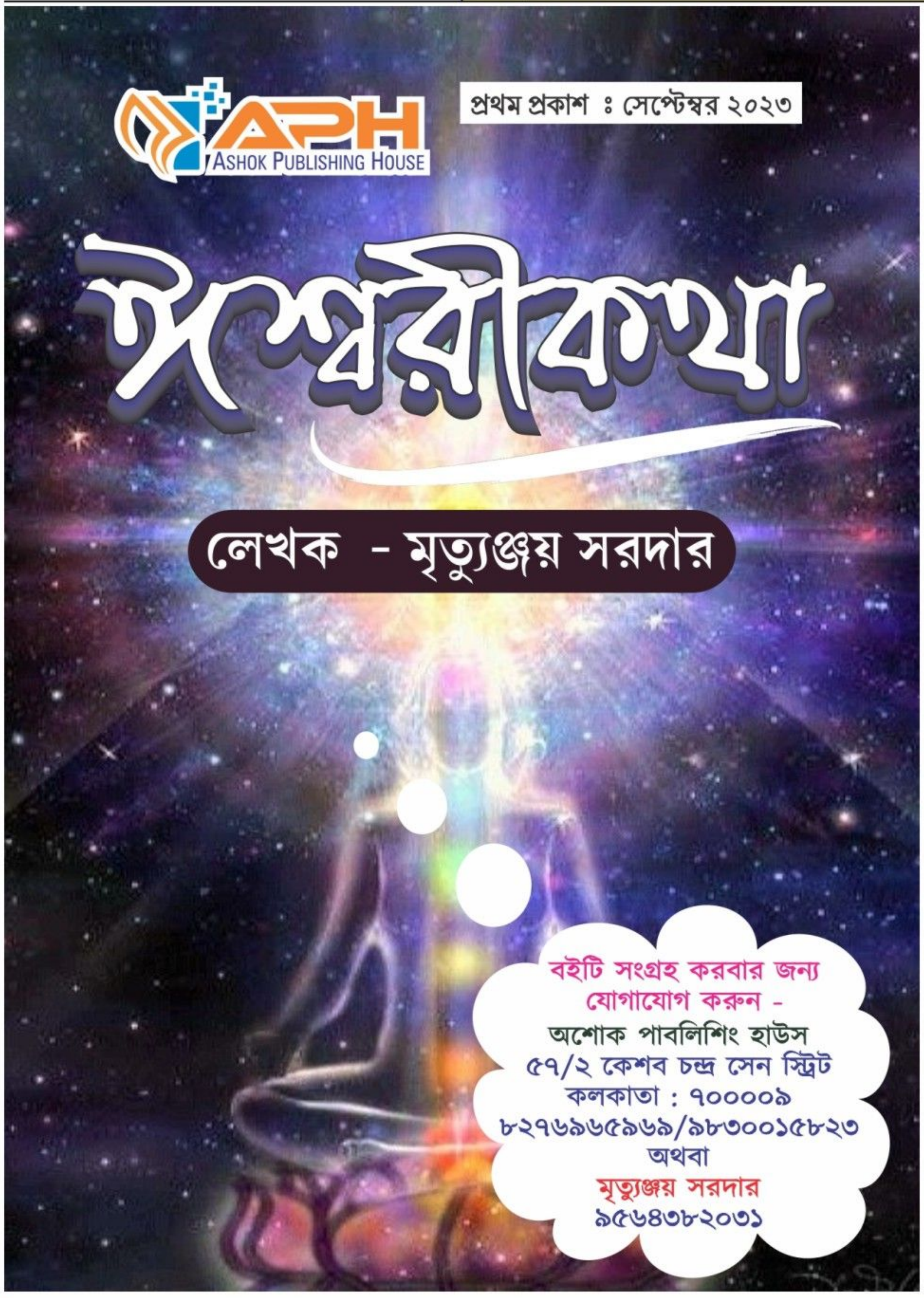

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

ভর্তি চলছে

- ২০২৪শিক্ষাবর্ষের নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন ৬ই ডিসেম্বর বুধবার ২০২৩ থেকে শুরু হবে।
- আসন সংখ্যা সীমিত।অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময়- সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা।
যোগাযোগ-
9083249944 / 9083249933 / 9083249922

সেবার চেতনা হল সনাতন ধর্মঃ স্বামী

এম কে মধুবালা, সাংবাদিক : নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৩ (এজেন্সি) : নিউজ সারাদিন : সাধক সঞ্জীব কুমার ওরফে স্বামী দাদা আজ বলেছেন যে সেবার চেতনা হল সনাতন ধর্মের মূল সার এবং এর মাধ্যমেই বিশ্ব কল্যাণ সম্ভব।

এক সাক্ষাৎকারে স্বামী একথা বলেন।তিনি বলেছিলেন যে ভারত ঋষি-ঋষিদের দেশ। এখানে অসাধারণ প্রতিভা রয়েছে।এটি প্রাচীন কাল থেকেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রস্থল। সারা বিশ্ব এটা মেনে নেয়।তাই আজ আমাদেরকে বিশ্বগুরু বলা হয়।

হরিদ্বার, কামাখ্যা ও নেপালের প্রত্যন্ত অঞ্চলে দীর্ঘকাল বসবাস করা স্বামী বলেন, গরু, গঙ্গা, পরিবেশ এবং পশু-পাখির সংরক্ষণ প্রয়োজন। তবেই মানব জীবন সুশৃঙ্খল থাকতে পারে। বিশেষ নজর দিতে হবে। মোদি সরকারের আমলে এসব সংরক্ষণ করা হতো।

স্বামী, যিনি বিহারের মিথিলা অঞ্চলের বাসিন্দা, এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, স্বামী ধীরেন্দ্র ব্রহ্মচারী যোগের বিশ্বনেতা ছিলেন। এই এলাকায় তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। ছোটবেলায় তাঁকে দেখার সুযোগ পেয়েছি। এটা একটা ব্যাপার। সৌভাগ্যের তিনি বলেন, একটি পৃথক মিথিলা রাজ্য সৃষ্টি হলেই মিথিলার উন্নয়ন সম্ভব।প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত অটল বিহারী বাজপেয়ী মৈথিলি ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

অন্য এক প্রশ্নের জবাবে স্বামী বলেন, রাজনীতিতে আসার সুযোগ পেলে তিনি সেবা হিসেবে এই দায়িত্ব পালন করবেন।

ভীম ব্রিগেডের ১১ তম বার্ষিকী পালিত হল

অর্চনা সিং, সাংবাদিক : নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৩ (এজেন্সি) : নিউজ সারাদিন : সুপরিচিত সিনিয়র আইনজীবী প্রয়াত অধ্যাপক ড. ভীম সিংয়ের নামে গঠিত সংগঠন ভীম ব্রিগেডের ১১তম বার্ষিকী মঙ্গলবার এখানে পালিত হয়েছে।

সংগঠনের প্রধান রাজীব জলি খোসলা জানান, এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সমাজ সংস্কারক ও সম্পাদক ডাঃ রমেশ কুমার পাসী।অনেক ব্যক্তি তাদের মতামত ব্যক্ত করেন।

সংসদ হামলা - 'ভগৎ সিং ফ্যান ক্লাব' এর নাম সামনে চলে আসে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ১৩ ডিসেম্বর সংসদে স্মোক বোম্ব বুলিস্ফোরনে পুলিশের হাতে ভগৎ সিং ফ্যান ক্লাবের নাম এসেছে। এই ঘটনায় উঠে আসা ৬ অভিযুক্তই সোশ্যাল মিডিয়া পেজের সঙ্গে জড়িত বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। 'ভগৎ সিং ফ্যান ক্লাব' নামের সেই ফেসবুক পেজ রয়েছেন সকলেই। এমনকি ৬ অভিযুক্ত গত দেড় বছর আগেই দেখা করেছিলেন বলে জানা গিয়েছে।

মাইশুরুতে বছর দেড়েক আগে দেখা করেছিলেন তাঁরা। তার পর থেকেই সংসদে ঢুকে গোলমাল পাকানোর পরিকল্পনা শুরু হয় বলে মনে করছে পুলিশ। সোশ্যাল মিডিয়ায় মাধ্যমেই এই পরিকল্পনা হয়েছিল বলে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পেরেছে পুলিশ। পুলিশ হন্যে হয়ে মূল চক্রিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

অভিযুক্তরা প্রত্যেকেই বিভিন্ন রাজ্যের বাসিন্দা। প্রত্যেকে নিজের নিজের রাজ্য থেকে ১০ ডিসেম্বর এসে পৌঁছন

এরপর ৩ পাতায়

এএসসিআই সীমাবদ্ধ বিভাগগুলির ব্র্যান্ড সম্প্রসারণের যোগ্যতার জন্য নির্দেশিকাগুলিকে শক্তিশালী করে

Kolkata, ১৪ই ডিসেম্বর, ২০২৩: নিউজ সারাদিন : অ্যাডভার্টাইজিং স্ট্যান্ডার্ডস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (এএসসিআই) আইন দ্বারা বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ সীমাবদ্ধ বিভাগের অধীনে 'ব্র্যান্ড এক্সটেনশন-পণ্য এবং পরিষেবাদির যোগ্যতা' এর জন্য তার নির্দেশিকা আপডেট করেছে। এই সংশোধনগুলি এএসসিআই কোডের তৃতীয় অধ্যায়ের ধারা ৩.৬ (এ) এ বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং বিশেষত মদ এবং তামাকের মতো সীমাবদ্ধ বিভাগগুলির সাথে সম্পর্কিত ব্র্যান্ড এক্সটেনশনগুলিকে লক্ষ্য করে।

যদিও এএসসিআই ব্র্যান্ড সম্প্রসারণের জন্য নির্দিষ্ট নির্দেশিকা তৈরি করেছিল, যা কয়েক মাস আগে সংশোধন করা হয়েছিল, তবে ভারতে হাই-প্রোফাইল ক্রীড়া ইভেন্টগুলির সময় মেগা-বাজেট সেলিব্রিটি প্রচারাভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে এগুলিকে আরও জোরদার করার প্রয়োজন বলে মনে হয়েছিল। এএসসিআইয়ের বর্তমান নির্দেশিকায় ব্র্যান্ড এক্সটেনশনগুলিকে ব্যবসা, বিনিয়োগ বা বিতরণের মানদণ্ডের নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করার বিধান রয়েছে যাতে তারা প্রকৃত এক্সটেনশন হিসাবে বিবেচিত হয়। এএসসিআই এখন উল্লিখিত এক্সটেনশনের টার্নওভার সম্পর্কিত বিজ্ঞাপন ব্যয়ের জন্য নির্দিষ্ট মানদণ্ড ও যুক্ত করেছে।

ব্র্যান্ড এক্সটেনশনের জন্য নতুন কোডের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি:

১) বিজ্ঞাপন ব্যয় এক্সটেনশনের বিক্রয় টার্নওভারের অনুপাতে হতে হবে: এএসসিআই বাধ্যতামূলক করেছে যে সীমাবদ্ধ মাস্টার ব্র্যান্ডগুলির প্রকৃত ব্র্যান্ড এক্সটেনশনের জন্য বিজ্ঞাপন বাজেট সম্প্রসারণের বিক্রয় টার্নওভারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। বিজ্ঞাপন বাজেটের অনুপাত সম্প্রসারণ শুরু হওয়ার প্রথম দুই বছরে টার্নওভারের ২০০ শতাংশ (অর্থাৎ ২০০ শতাংশের বেশি নয়) সীমাবদ্ধ করা হয়, তারপরে তৃতীয় বছরে ১০০ শতাংশ (অর্থাৎ ১০০ শতাংশের বেশি নয়), চতুর্থ বছরে ৫০ শতাংশ এবং তার পরে ৩০ শতাংশ। বিজ্ঞাপন বাজেটে বিগত ১২ মাসে সব ধরনের মিডিয়া ব্যয়, বার্ষিক ভিত্তিতে ব্র্যান্ড অনুমোদনের জন্য সেলিব্রিটিদের অর্থ প্রদান এবং গত তিন বছরে ব্র্যান্ড সম্প্রসারণের জন্য বিজ্ঞাপন উতপাদনে ব্যয় করা বার্ষিক গড় অর্থ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এই পরিমাপটি সময়ের সাথে সাথে এক্সটেনশনের বিক্রয় কর্মক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিজ্ঞাপন বিনিয়োগের জন্য একটি ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতি নিশ্চিত করবে।

২) ব্র্যান্ড এক্সটেনশনের অধীনে ভ্যারিয়েন্টের চিকিৎসা: স্পষ্টতার জন্য, ব্র্যান্ড এক্সটেনশনের অধীনে চালু হওয়া কোনও ভ্যারিয়েন্টকে নতুন এক্সটেনশন হিসাবে বিবেচনা করা হবে না। প্রথম ব্র্যান্ড এক্সটেনশনের মূল তারিখ প্রযোজ্য হবে। ৩) স্বনামধন্য সিএ ফার্মগুলির সার্টিফিকেশন: প্রকৃত সম্মতি নিশ্চিত করার জন্য, বিজ্ঞাপনের জন্য ব্র্যান্ড এক্সটেনশনের যোগ্যতার সমর্থনকারী সমস্ত প্রমাণ অবশ্যই একটি স্বনামধন্য এবং স্বাধীন সিএ ফার্ম দ্বারা প্রত্যয়িত হতে হবে।

৪) যদি কোনও প্যারেন্ট ব্র্যান্ডের একটি ব্র্যান্ড এক্সটেনশন যা সীমাবদ্ধ বিভাগগুলির মধ্যে একটির অধীনে রয়েছে তা আপডেট যোগ্যতা পূরণ না করে, তবে এএসসিআই এটিকে প্রকৃত এক্সটেনশন হিসাবে বিবেচনা করবে না, তবে সীমাবদ্ধ বিভাগের বিজ্ঞাপনের জন্য তৈরি একটি সারোগেট। এএসসিআইয়ের আপডেটগুলি ভারতে বিজ্ঞাপনের অখণ্ডতা বজায় রাখতে, নৈতিক মান বজায় রাখতে এবং গ্রাহকদের বিভ্রান্তিকর অনুশীলন থেকে রক্ষা করতে অবদান রাখবে।

ব্র্যান্ড এক্সটেনশন নির্দেশিকাগুলির নতুন পরিবর্তনের বিষয়ে আরও আলোকপাত করে, মনীষা কাপুর, সিইও এবং সেক্রেটারি জেনারেল, এএসসিআইয়ের, বলেন, "ভোক্তা সুরক্ষা এবং নৈতিক বিজ্ঞাপনের প্রতি আমাদের চলমান প্রতিশ্রুতির অংশ হিসাবে, এএসসিআই ব্র্যান্ড এক্সটেনশন নির্দেশিকায়ে এই নতুন সংযোজনগুলি চালু করেছে। সীমাবদ্ধ বিভাগগুলিতে বিজ্ঞাপনের জন্য সারোগেট হিসাবে ব্র্যান্ড এক্সটেনশনগুলির অপব্যবহার রোধ করতে এই ব্যবস্থাগুলি অপরিহার্য। আমরা বিশ্বাস করি যে এই নির্দেশিকাগুলি শিল্পে বিজ্ঞাপনের অখণ্ডতাকে শক্তিশালী করবে।"

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য..

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শালবনী ব্লকের সদর উত্তর চক্রে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের নিয়ে একটি ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শালবনী ব্লকের বিডিও রোমান মণ্ডল মহাশয় এবং সদর উত্তর চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সৌভিক জানা মহাশয় এবং অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানের উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন কলা কৌশল ও জীবন ধারনের উপযোগী ও মান উন্নয়নের কিছু পন্থা রচনা করা হয়। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। এই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুরা কিভাবে জীবনে চলার পথে কিভাবে পড়াশোনার অগ্রগতি করবে, সে ব্যাপারে আলোকপাত করা হয়।

কয়লা পাচার কাণ্ডে ফের অ্যাকশন মোডে সিবিআই

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কয়লা পাচার কাণ্ডে ফের অ্যাকশন মোডে সিবিআই। কলকাতার ভবানীপুর, দুর্গাপুর, কুলটি, মালদহ-সহ মোট ১৩টি জায়গায় একযোগে তল্লাশি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকের। সিবিআই সূত্রে খবর, যাদের বাড়িতে তল্লাশি চলছে তাঁরা সকলেই কয়লা পাচার কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত অনুপ মাঝি ওরফে লালা 'ঘনিষ্ঠ'। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা মনে করছে, লালাকে মদত জোগাতেন ইসিএলের আধিকারিকরা। তাঁরাই বিপুল টাকার বিনিময়ে অবৈধ খনি থেকে কয়লা তুলে বাইরে পাচারের কাজে সাহায্য করতেন। সেই কয়লা ভরতি মালবাহী গাড়ি অতি সহজেই চলে যেত রাজ্যের বাইরে। আর এই গোটা প্রক্রিয়ায় যোগসাজশ ছিল সি আই এস এফ কর্তাদের।সিবিআই সূত্রে খবর, প্রাক্তন সিআইএসএফ কর্তা শ্যামল সিং এবং স্নেহাশিস নামে দুজনের বাড়িতে চলছে জোর তল্লাশি। ইতিমধ্যেই শ্যামল সিংয়ের ভবানীপুরের দুটি ফ্ল্যাট ঘিরে রেখেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী।দুর্গাপুরের বাসিন্দা সৌরভ কুমার এবং মালদহের রতুয়ার কাহালার বাসিন্দা এক প্রাক্তন সিআইএসএফ কর্তার বাড়িতেও হানা সিবিআইয়ের।

কাহালার ওই সিআইএসএফ কর্তার বাড়ির লোকজনের মোবাইল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তিনি বেশ কয়েক বছর আসানসোলে ছিলেন। সেই সময় মাত্র কয়েক বছরে চমকপ্রদ উত্থান হয় তাঁর। মাঝে বেশ কয়েক বছর নিখোঁজ ছিলেন ওই সিআইএসএফ কর্তা। তার পর ফিরেও আসেন। আচমকা তাঁর বাড়িতে সিবিআই তল্লাশিতে স্বাভাবিকভাবেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়।

মমতা কি রাজ্য মন্ত্রীসভা পরিবর্তন করতে চলেছেন? - প্রশ্ন বিভিন্ন মহলে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মাদার তৃণমূল ও নব্য তৃণমূলের সংঘাত নিয়ে গুঞ্জন আছে বাংলায়। এবার হয়তো সেই কারণেই রাজ্য মন্ত্রী সভায় নতুন মুখ আসতে চলেছে। তবে এবার মমতা চাইছেন, নবীন ও প্রবীণ মিলিয়ে নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করতে। সূত্রের খবর, নয়াদিল্লি যাত্রার আগেই রাজ্য মন্ত্রিসভায় ছোট রদবদল করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ১৭ ডিসেম্বর নয়াদিল্লি যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। ২০ ডিসেম্বর বৈঠক রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে। তারপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যে ফিরতেই শুরু হয়ে যাবে বড়দিন এবং বর্ষবরণের উৎসব।

এদিকে মন্ত্রিসভার রদবদল নিয়ে এখনও মুখ্যমন্ত্রী কিছু বলেননি। নবান্ন থেকে কোনও উচ্চবাচ্য করা হয়নি। সুতরাং সরকারিভাবে এখনও না জানানো হলেও গুঞ্জন চরমে উঠেছে। বিভিন্ন সূত্রে জানা যাচ্ছে, এবার নতুন কিছু মুখ আসতে চলেছে।

জেলে বন্দি বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। বন দফতরের দায়িত্ব রাষ্ট্রমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদাকে ইতিমধ্যেই দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারের রদবদলে তাঁকে পূর্ণমন্ত্রী করা হতে পারে। শিল্প পুনর্গঠন দফতরও জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের অধীনে ছিল। শিল্পমন্ত্রী শশী পাঁজাকে অতিরিক্ত দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে। পর্যটন দফতরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। তাঁকে পর্যটন দফতরের পূর্ণমন্ত্রী করা হতে পারে বলে সূত্রের খবর। অন্যদিকে রাজ্য মন্ত্রিসভায় জুড়তে পারে এক-দু'জন নতুন মুখ। তবে তাঁরা কারা সেটা খোলসা করা হয়নি। রাজ্য মন্ত্রিসভায় ৪৪ জন মন্ত্রী থাকতে পারেন। সেখানে সাধন পান্ডে এবং সুব্রত সাহার প্রয়াণের পর নতুন কাউকে মন্ত্রিসভায় আনা হয়নি। সেটা এবার আনা হতে পারে।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে। সব রাজ্যে, সব জেলা ও মহকুমাতে।

যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,

যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

১-ম পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকে যাবেন না বিরোধী দলনেতা

সরকারকে সন্তুষ্ট করার জন্যই কাজ করেছে রাজ্য মানবাধিকার কমিশন।' এমনই মন্তব্য করেছেন বিরোধী দলনেতা। তৃতীয় কারণ হিসাবে তিনি লিখেছেন, 'রাজ্য মানবাধিকার কমিশন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। সরকারকে যখন কোনও দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করতে হয়, তখন সরকারের হয়ে কাজ করতে তাদের নামানো হয়।' এমনই সব অভিযোগ করে, পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনকে সরকারের হাতের পুতুল বলে আক্রমণ শানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। এই তিন কারণ উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক বয়কট করবেন বলে জানিয়েছেন শুভেন্দু।

১-ম পাতার পর

রাজভবনের উত্তর গেটের নাম হচ্ছে 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ফটক', শান্তিনিকেতনে জানালেন রাজ্যপাল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি দেওয়া একটি শ্বেতপাথরের ফলক রাজভবন থেকে নিয়ে আসেন তিনি । সেই ফলকে লেখা ছিল 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ফটক'। এই ফলকটি কবির 'প্রাণের আরাম, আত্মার শান্তি, মনের আনন্দ' ছাতিমতলায় উন্মোচন ও শুদ্ধিকরণ করেন রাজ্যপাল । তিনি জানান, এই ফলকটি রাজভবনের উত্তর গেটে বসানো হবে । অর্থাৎ, রাজভবনের উত্তর গেটের নামকরণ করা হবে 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ফটক'।

বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রায় নাগরিকদের অংশগ্রহণ ২ কোটি পেরিয়েছে;

এই সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে মাত্র ৭ দিনে আরও এক কোটি মানুষ যোগ দেওয়ায়

নতুন দিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : জনসমর্থনের চমকপ্রদ প্রদর্শনের নজির রেখে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা সর্বোচ্চ মাইলফলক ছুঁয়েছে। এক মাসেরও কম সময়ে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ২ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। অংশগ্রহণের এই অভূতপূর্ব মাত্রা থেকে বোঝা যায় যাত্রার প্রভাব কত বিশাল এবং সামগ্রিক উন্নয়নের প্রয়াসে লক্ষ লক্ষ মানুষকে একত্রিত করার অত্যাশ্চর্য ক্ষমতাটি। একটি মাত্র তথ্য থেকেই বোঝা যায় এই যাত্রার ক্রমবর্ধমান গতিটি, সেটি হল এক কোটি পেরোতে পেরোতে যেখানে সময় নিয়েছিল ২২ দিন, সেখানে পরবর্তী এক কোটি সংখ্যাটি ছুঁতে লেগেছে মাত্র ৭ দিন। যত দিন যাচ্ছে যাত্রা প্রসারিত হচ্ছে তত বেশি এবং জনগণের কাছ থেকে অভূতপূর্ব ইতিবাচক সমর্থন পাচ্ছে জোরালো গতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই। যাত্রা পৌঁছেছে প্রায় ৬০ হাজার গ্রামপঞ্চায়েতে। দেশের কোণে কোণে পৌঁছোচ্ছে উন্নয়ন ও অগ্রগতির বার্তা। মাত্র কিছু সময়ের মধ্যে যাত্রার উপস্থিতি অনুভূত হয়েছে সর্বত্র। ২০৪৭-এর মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে কাজ করার জন্য ১.৬ কোটির বেশি নাগরিক সংকল্প গ্রহণ করেছে। যাত্রার "মেরি কহানি মেরি জুবানি"-র উদ্যোগের অংশ হিসেবে ১.৩০ কোটির বেশি মানুষ তাদের ব্যক্তিগত জীবনকথা ভাগ করে নিয়েছেন। সারা দেশ জেনেছে নাগরিকদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা এবং প্রত্যাশার কথা। যাত্রার মূল ভাবনা নাগরিকদের সুস্থতা, সেই দিকে নজর রেখে দেশজুড়ে আয়োজিত হচ্ছে স্বাস্থ্য শিবির এবং এখনও পর্যন্ত ৪২ লক্ষের বেশি মানুষের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়েছে। সব অঞ্চলেই আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করা হয়েছে এই যাত্রাকে, যাতে সরকারের পরিষেবা এবং সহায়তার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ঘটছে নাগরিকদের, এমনকি দুর্গমতম অঞ্চলেও। অংশগ্রহণের সংখ্যায় উত্তরপ্রদেশ আছে সবার আগে। সেখানে অংশ নিয়েছে প্রায় ৮০ লক্ষ মানুষ। এর পরে আছে মহারাষ্ট্র ২৯ লক্ষের বেশি অংশগ্রহণকারী নিয়ে এবং গুজরাট তার পরে আছে ২৩ লক্ষ অংশগ্রহণকারী নিয়ে। জম্মু ও কাশ্মীরও আছে খুব কাছাকাছি। এপর্যন্ত ওই রাজ্যে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ১৬ লক্ষের বেশি, যা খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। অন্ধ্রপ্রদেশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে ১১ লক্ষ অংশগ্রহণকারী নিয়ে। দেশজুড়ে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার লক্ষ্য সরকারের প্রধান কর্মসূচিগুলির যাতে ১০০ শতাংশ উপযোগ হয়, কর্মসূচিগুলির সুফল যাতে পৌঁছোয় প্রার্থিত মানুষদের কাছে। এই যাত্রার সময় যে যে নজির সৃষ্টি হয়েছে সেগুলি হল : ২৯ হাজারের বেশি গ্রামপঞ্চায়েতে ১০০ শতাংশ কাজ হয়েছে; সেখানে আয়ুষ্মান কার্ড পৌঁছেছে ১০০ শতাংশ মানুষের কাছে; ১৮ হাজারের বেশি গ্রামপঞ্চায়েতেওহর ঘর জল্ব কর্মসূচি ১০০ শতাংশ রূপায়িত হয়েছে; ৩৪ হাজারের বেশি গ্রামপঞ্চায়েতে জমির রেকর্ডের পুরোপুরি ডিজিটাইজেশন হয়েছে; এবং স্বচ্ছ ভারত উদ্যোগে ৯ হাজারের বেশি গ্রামপঞ্চায়েতে ১০০ শতাংশ উন্মুক্ত শৌচবিহীন মডেল কার্যকর হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঝাড়খন্ডের খুঁটিতে ১৫ নভেম্বর রূপান্তরকারী অভিযানের লক্ষ্যে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার সূচনা করেছিলেন। এর উদ্দেশ্য দেশজুড়ে নাগরিকদের সঙ্গে সম্পর্ক নিবিড় করা। এই উচ্চাশী উদ্যোগের লক্ষ্য সরকার এবং মানুষের মধ্যে দূরত্ব কমানো, মানুষের ক্ষমতায়ন এবং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বিকশিত ভারতের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।

১০টা ৫০-এ হঠাৎ হাজির মমতা,

দফতরে গিয়ে হতভম্ব মুখ্যমন্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কথা ছিল সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে বাড়ি থেকে বেরবেন তিনি। সেই মতো তৈরি ছিল মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়। কিন্ত অন্তত ১ ঘণ্টা আগে হঠাৎ বাড়িতে থেকে বেরিয়ে পড়লেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধুমাত্র নিজের নিরাপত্তারক্ষীকে সঙ্গে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এদিন কালীঘাটের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন সকাল ১০ টা ৩৫ মিনিটে। নবান্নের ভিতরে কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে, পার্লামেন্টের নিরাপত্তার গাফিলতি নিয়ে প্রশ্ন ওঠার পরের দিন মুখ্যমন্ত্রী কি নিরাপত্তার অবস্থা দেখতে আগেভাগে পৌঁছে গিয়েছিলেন নিজের দফতরে? তবে এভাবে আচমকা দফতরে পৌঁছে যাওয়ার নজির রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। নবান্নের বিভিন্ন তলায় সরকারি দফতরেও আগে যেতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। উল্লেখ্য, এদিন নবান্নের নিরাপত্তা নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক হয়েছে বলে সূত্রের খবর। সবকটি গেটে বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা। এদিকে, বুধবারের ঘটনার পর বিধানসভাতেও বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা। জানানো হয়েছে, ভিজিটরদের জন্য ইস্যু করা পাসের মেয়াদ কমিয়ে করা হচ্ছে ২ ঘণ্টা। প্রত্যেককে পরিচয়পত্র দেখিয়ে বিধানসভায় প্রবেশ করতে হবে।১০ টা ৫০ মিনিটে নবান্নে পৌঁছে যান তিনি। তারপর নিজের দফতরে প্রবেশ করে চমকে যান। সূত্রের খবর, দফতরে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী দেখেন, নিরাপত্তার দায়িত্বে নেই কোনও অফিসার। বুধবারে সংসদ হানার ঘটনায় যখন নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, সেই আবহেই নবান্নের নিরাপত্তার খবর নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গ সফর থেকে ফিরে বুধবার মুখ্যমন্ত্রী নবান্নে যাননি। কিন্তু বৃহস্পতিবার তিনি

কিন্তু নবান্নে যান। মুখ্যমন্ত্রী গিয়ে দেখেন, প্রায় ১১ টা বেজে গেলেও ওসি, এসি নবান্ন সহ নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা অফিসারেরা তখনও গরহাজির। এরপর নিজের সিকিওরিটি অব ডিরেক্টরকে পুরো বিষয়টি দেখতে বলেন তিনি। ডিরেক্টর অব সিকিওরিটির দায়িত্বে থাকে মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা।

পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত

ডোনাল্ড টাস্ক-কে প্রধানমন্ত্রীর অভিনন্দন

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পদে নির্বাচিত ডোনাল্ড টাস্ক-কে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এক্স বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "মাননীয় ডোনাল্ড টাস্ক, পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্তির জন্য আপনাকে অভিনন্দন। ভারত ও পোল্যান্ডের মধ্যে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক আরও গভীর করে তুলতে আমি আপনার সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী"।

২ পাতার পর

সংসদ হামলা - 'ভগৎ সিং ফ্যান ক্লাব' এর নাম সামনে চলে আসে

দিল্লিতে। তার পর ইন্ডিয়া গেটের কাছে দেখা করেন সকলে। সেখানেই সকলের মধ্যে স্মোক বম্ব বিতরণ করা হয়। এর পর বুধবার সাগর শর্মা এবং মনোরঞ্জন ডি ঢুকেছিল সংসদের অন্দরে। সেখানেই তাঁদের ছোড়া স্মোক বম্বে হলুদ ধোঁয়ায় ভরে যায় গোটা এলাকা। অপর ধৃত নীলম আজাদ এবং অমল শিণ্ডেকে সংসদের বাইরে থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এই ঘটনার ভিডিয়ো করা ললিত ঝাঁও অন্যতম অভিযুক্ত। যদিও তিনি এখনও পলাতক। পুলিশি জেরায়, অভিযুক্তরা জানিয়েছেন, কাজের অভাব, বেকারত্ব নিয়ে ক্ষুব্ধ ছিলেন তাঁরা। সেই প্রতিবাদেই এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

২ বর্ষ ৩৩৯ সংখ্যা ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৩ শুক্রবার ২৮ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

ধনকড়ের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে রাজ্যসভা থেকে সাসপেন্ড ডেরেক ও'ব্রায়েন

লোকসভার নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতেই রাজ্যসভা থেকে সাসপেন্ড করা হল তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েনকে। বৃহস্পতিবার ডেরেক রাজ্যসভায় বলেন,বুধবার লোকসভায় অধিবেশন চলাকালীন সময় ২ জন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি ঢুকে পড়ে। তাঁরা অধিবেশন চলাকালীন সময় লোকসভার গ্যালালি থেকে ঝাঁপ মারে। এছাড়াও , লোকসভায় এই ঘটনা নিয়ে তৃণমূলের তরফে প্রশ্ন করা হয়েছে,'সাংসদের লগ ইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড শেয়ার করার অভিযোগে যদি তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে সংসদ থেকে বরখাস্ত করা হতে পারে তবে বুধবার লোকসভার ভেতরে এই ঘটনার জন্য কেন মহীশূরের বিজেপি সাংসদ প্রতাপ সিমহাকে বরখাস্ত করা হবে না।" তবে এই নিয়ে গেরুয়া শিবিরের তরফ থেকে কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ।শুধু তাই নয় তাঁরা সংসদের মধ্যে হলুদ ধোঁয়া ছড়াতে থাকে। এই ঘটনায় সংসদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ডেরেক ও'ব্রায়েন। আর তাতেই রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়ের সঙ্গে বচসায় জড়ান তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন। তাতে ডেরেককে রাজ্যসভা থেকে সাসপেন্ড করলেন ধনকড়।

তৃণমূল নেতাকে বহিষ্কার করে ধনখড় বলেন, "এটি একটি লজ্জাজনক ঘটনা। সতর্কবার্তা সত্ত্বেও ও'ব্রায়েন এবং অন্যান্য বিরোধী সাংসদরা বিক্ষোভ চালিয়ে যান রাজ্যসভায়। তাই তৃণমূল সাংসদকে বহিস্কার করা হয়েছে।" পাশাপাশি রাজ্যসভার চেয়ারম্যান ১৩ই ডিসেম্বর লোকসভায় হামলার ঘটনা নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে উচ্চকক্ষে উপস্থিত থাকার দাবি জানান ।এদিন অধিবেশন শুরুর আগেই ধনখড় সাংসদদের পুনরায় আশ্বস্ত করেন যে নিরাপত্তা লঙ্ঘনের বিষয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত শুরু করা হয়েছে । পুলিশের কাছে দায়ের হয়ে মামলাও। তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েনকে রাজ্যসভা থেকে বহিষ্কার করার পর মুলতবি ঘোষণা করলেন ধনকড়। প্রসঙ্গত , লোকসভায় এই হামলার ঘটনার নিয়ে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধী শিবিরের একাংশ।

দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার

খুন হতে পারে আশঙ্কা প্রকাশ পরিবারের

(আঠারো পর্ব)

পুলিশের গোয়েন্দার বিভাগ ঘটনা ঘটার আগে কি কিছু জানতে পারে না, যদিবা জানে কিসের ভয়ে সেই সত্যটা সামনে আনতে পারে না। একাধিক আইএ এ ও আইপিএস সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে ব্যক্তিগতভাবে জানে বা চেনে তারপরে এসব ঘটনা ঘটেই বা কিভাবে? বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে বা কে? সম্পাদক মন্ডলীর একাংশ তো রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় চলে গিয়েছে আর যেসব সাংবাদিক গুলো সম্পাদকগুলো নিরপেক্ষ ভাবে খবর পরিবেশন করার চেষ্টা করছে, তাদের উপরে অত্যাচার অবিচার খুনের পরিকল্পনা অব্যাহত রয়েছে আর সেই উদাহরণ মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিজে। সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারসহ মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে প্রশাসনিকভাবে নিরাপত্তা দিতে হবে এই দাবি তুলছে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে। এই পরিবারের এমনই বহু দাবি বহু বছর তুলেও আজও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। তাহলে কি ভবিষ্যতে বাংলায় কাগজের সম্পাদকদের এহেনে নিরাপত্তা হীনতায় ভুগতে হবে গ্রামগঞ্জে থাকলে? এই পরিবাহীর কথা কি কেউ কর্ণপাত করছে না তাহলে এই এলাকায় সাধারণ মানুষের

ক্রমশঃ

সরস্বতী দেবী এক নামে দুটি অর্থ বহন করে চলেছে আজও

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সরস্বতী দেবী এক নামে দুটি অর্থ বহন করে চলেছে আজও! আজকের দিনে যেমন বিভিন্ন কলোনি ও রাস্তার নাম বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও মুনিঋষি কবিদের নাম থাকে। তৎকালীনযুগে দেবী সরস্বতী নামে একটি নদীর বহন করে চলেছিল পৃথিবীর বুকে। আমরা ছোটবেলায় মা-বাবার কাছে থেকে শুনতাম পরীক্ষার খাতায় গোল্লা পাওয়া আর সরস্বতী পুজোর মধ্যে অদ্ভুত একটা যোগ ছিল।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আজকের সাংবাদিকথার ভবিষ্যৎ কী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

সংবাদ মাধ্যম ও সাংবাদিকতা দুটো বিষয় যেন আমরা একটু ব্যতিক্রমী ভাবে ভাবতে থাকে, সংবাদমাধ্যম না থাকলে সাংবাদিকদের জন্ম হতো না আর সাংবাদিক না থাকলে সংবাদমাধ্যম চালানো সম্ভব নয়। সাংবাদিকরা যত দিন যাচ্ছে আস্তে আস্তে তাদের গুরুত্ব হারিয়ে চলেছে, মোবাইল সাংবাদিকতা যুগে কে যে আসল আর কে যে নকল, কে প্রকৃত সাংবাদিককে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত এটা অনেক মানুষের ধারণা যেন বদলে দিয়েছে। আমরা সবাই সাংবাদিক একে অপরের দোষারোপ না করে সবাই কিন্তু সমাজের ভালোর জন্য কাজ করে চলেছি। তাও বলি আজ সারা বিশ্বে দুর্ভিক্ষে আকার নিয়েছে, সংবাদ সংস্থা ও সংবাদমাধ্যম এবং সাংবাদিকদের পাশে রাজ্য সরকার অথবা কেন্দ্রীয় সরকার যদি না থাকে তাহলে আগামী দিনের সংবাদ সংস্থার বেহাল দশায় পরিণত হবে। ইতিমধ্যে ছোট এবং দৈনিক পত্রিকাগুলো বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে অর্থনৈতিক অবস্থা এতটাই ধুঁকছে বহু পত্রিকা বন্ধের মুখে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রাজ্য সরকার বা কেন্দ্র সরকার এই পত্রিকাগুলো বাঁচানোর যদি উদ্যোগ নেয় তাহলে আগামী দিনে এই পেশার সঙ্গে যুক্ত সাংবাদিকতা তাদের ভবিষ্যৎ এবং সামাজিক পরিকাঠামো অনেকটা উন্নতি হবে। সমস্ত সম্পাদক ও সাংবাদিকদের সরকারিভাবে যদি মাসিক বেতন ও সরকারি সঠিক বিজ্ঞাপন দিয়ে কাগজ গুলোর কাছে পৌছায় তাহলে আগামী দিনে এই কাগজগুলোর এবং এই কাগজের সঙ্গে যুক্ত সম্পাদক, মালিক এবং কর্মচারীরা ভারত বর্ষ তথা বাংলার অনেক উন্নতির দিক তুলে ধরতে পারবে।তবে দিনের পর দিন যেভাবে বড়লোকি কেন্দ্রীয় সরকারের বড়লোকি কাগজ অথবা ইলেকট্রন মিডিয়াদের সরকারি বিজ্ঞাপন দিয়ে অর্থ সাহায্য করছে। অন্যদিকে এটা বলা বাহুল্য যে ছোটকাগজ গুলোকে একপ্রকার গলাটিপে হত্যা করার মতন অবস্থা শুধু পশ্চিমবাংলায় এক কোটির উপরে এরকম ছোটকাগজ রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে, তারা বিজেপি থাকা কেন্দ্রীয় সরকার প্রধানমন্ত্রী মোদি বাবু এই ছোটকাগজ গুলোকে অবজ্ঞার চোখে দেখছে ,তাদের গলাটিপে হত্যা করছে। সরকারি বিজ্ঞাপন টুকু তাদের দেয়া হচ্ছে না। এক চোখে বিচার চলছে ডিজিটাল মিডিয়াকে যদিও মাধ্যম করে থাকে অথচ ডিজিটাল মিডিয়ার জন্য আজকের দিন পর্যন্ত সরকারিভাবে কোনো বিজ্ঞাপন দিয়ে অর্থ সাহায্য করা হয় না। সরকারের স্বচ্ছতা ও স্বাবলম্বী হওয়ার প্রয়োজন আছে বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকারের তারা দিনের পর দিন ডিজিটাল ইন্ডিয়ার নামে একপ্রকার প্রিন্ট মিডিয়াতে অবজ্ঞার চোখে দেখছে অথচ ডিজিটাল মিডিয়াকে তেমনি ভাবে ভারতবর্ষে আজও কোনরকম সরকারি বিজ্ঞাপন এর অর্থ সাহায্য দেয়া হচ্ছে না। কৌশলগতভাবে বিজেপি সরকার গ্রামের ছোট কাগজের কণ্ঠরোধ করে দিয়ে কাগজগুলো প্রায় বিলুপ্তির পথে ফেলে দিয়েছে বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার এক কোটি কাগজকে এইরকম গলাটিপে হত্যা করার মতো পরিস্থিতি তৈরি করেছে। বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের থাকাকালীন এইরকম দুর্দশা ছিলনা বর্তমান যা পরিস্থিতি সংবাদমাধ্যমের মালিক-কর্মচারী ও সাংবাদিকরা কয়েক লক্ষ বেকারের পথে অর্থনৈতিক অবস্থা তাদের ভেঙে পড়েছে। তার হিসাব কেন্দ্রীয় সরকার তো রাখেনি না রাজ্য সরকার তো দূরের কথা। গ্রাম গঞ্জের ছোটকাগজ কে কেন্দ্র করে বহু বেকার যুবক-যুবতীরা এবং শিক্ষিত সমাজ গ্রামের কৃষ্টি কালচার ও সংস্কৃতি এবং সে কাগজগুলো প্রায় কয়েক কোটি করে কয়েক পাঠক তৈরী করে রেখেছে সমস্ত কাগজ মিলিয়ে। তাদের কণ্ঠকে গলাটিপে রোধ করার চেষ্টা করছে কেন্দ্রীয় সরকার এমনই অভিযোগ বহুদিনের বিশেষ করে মোদি জামানার। করোনাভাইরাস প্রকট এ ছাড়া ভারতবর্ষজুড়ে লকডাউন দীর্ঘকালীন ফলে সংবাদমাধ্যমের মালিক ও কর্মচারীদের অবস্থা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনেকটা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। তেমনই পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে সারা ভারতবর্ষের একাধিক সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকরা। দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক অর্থনৈতিক অবস্থা বেহাল এবং কাগজ চালাতে হিমশিম খাচ্ছে মালিকপক্ষ রাও এ বিষয়ে একাধিক পত্রপত্রিকাসহ ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট এন্ড অল এডিটর অ্যাসোসিয়েশন পাশে দাঁড়িয়ে তেমনি কোনো সমাধান হয়নি এই দুর্দশার দিনে।তবে বাংলার সংবাদমাধ্যমে সংস্থার পাশে জীবন থাকতে পিছপা হবেনা অ্যাসোসিয়েশনের জাতীয় সহ সম্পাদক স্বপন দত্ত।তিনি বলেন লকডাউন এর পরবর্তী সময়ে ঝাড়খণ্ডের বাংলা দৈনিক পত্রিকার কলকাতায় সমস্ত ধরনের কাজের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। দৈনিক বাংলা পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় এর পাশে সর্বদা সহযোগিতায় ও আপদ বিপদ সর্বদাই পাশে রয়েছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অনুরোধ করেছেন স্বপন দত্ত যাতে এই পত্রিকার সরকারিভাবে বিজ্ঞাপন পায় তার অনুমোদন দেওয়ার জন্য।লকডাউন এর ফলে দুস্ত ও সমস্ত সরকারি-বেসরকারি সাংবাদিকরা তাদের পারিবারিক অবস্থা খুব দুর্ভাগ্যজনক,এমনই পরিস্হিতিতে অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে সরকারি বিজ্ঞাপন দিয়ে আর্থিক সহযোগিতার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকেই।বাংলা তথা ভারতবর্ষের সাংবাদিকদের পাশে সর্বদা সজাগ অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তা এবং মৃদুল ব্যানার্জি ও ভগবতী সর্দার, স্বপন দত্ত বাউল এবং বাশিরুল হক সহ অন্যান্যরা সাংবাদিকতা বিধ্বস্ত জাতিকে পুনর্গঠনে অবদান রাখতে পারে, ঠিক তেমনি সাংবাদিকতার নামে মিথ্যাচারিতা, পক্ষপাতিত্ব, স্বার্থপরতা এক সুসংহত জাতিকে হিংসাত্মক যুদ্ধের দাবানলে অগ্রসর ভূমিকা রাখতে পারে।তবে এই ঘটে সত্য পথের পথিক সাংবাদিকদের উপরে!কিন্তু এক শ্রেণীর সাংবাদিক আছে টাকার লোভে হয়কে নয় করে। আর অসাধু কিছু নেতাদের কথা মতো চলে, সদ সাংবাদিকদের বিপদে ফেলেছে এই সব সাংবাদিকরা। দেশ ও দশের ভালোচায় না এই সব সাংবাদিকরা, এদের গাড়ি বাড়ি সবি হয়। আর সৎ সাংবাদিকরা খাওয়ার পয়সা পায় না। এই সব সদ সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নেই,এদেরকে সমাজের বুকে খারাফ প্রমাণ করাতে ব্যাস্ত সবাই। তাই আজকের লেখার বিষয় বস্তু সাংবাদিকদের ভূত ভবিষ্যৎ।তবে সব সাংবাদিকদের পাশে আছেন ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট এন্ড অল এডিটর অ্যাসোসিয়েশন ।দীর্ঘ ১৭ বছর সাংবাদিকতার জীবনে আমার পরিবারের বহু খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়েছে,কারন সত্য অনুসন্ধানী মহান সাংবাদিক হয়ে কাজ করি।সাংবাদিকতা করার জন্য আমার পরিণাম ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল জীবনে জেল-জরিমানা সবই কেটেছে তবেই সাংবাদিকতা একটি মহান পেশা জানেন । প্রকৃত অর্থে সাংবাদিকতা আর দশটি পেশার মতো নয়। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলও'র মতে, সাংবাদিকতা একটি ঝুঁকিপূর্ণ পেশাও। প্রকৃত সাংবাদিকের দায়িত্ব বস্তুনিষ্ঠ ও সততাপূর্ণ সংবাদ পরিবেশন করা। টুকটাক সাংবাদিকতা করার সুবাদে মাঝে মাঝেই অনেকে আমার থেকে জানতে চায় সাংবাদিকতা বিষয়ক নানা তথ্য। অনেকেই বলেন, "আমরা আপনার মতো পেপারে লিখতে চাই। অথবা কিভাবে শুরু করবো?" আজকের এই লেখাটি সেসব ক্ষুদে ক্রিয়েটিভ মানুষগুলার জন্য যারা বড় হয়ে সাংবাদিক হওয়ার স্বপ্ন দেখে অথবা পেপারে লেখার ইচ্ছা রাখে। আজ আমরা ফিচার রাইটিং অথবা দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিকতা সম্পর্কে জানবো: সাংবাদিকতার cÖv_wgK ¯—‡iB mevi

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

'ফাইটার': হৃতিকের পারিশ্রমিক ৫০ কোটি, দীপিকারা নিলেন কত?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বলিউডের বহুলপ্রতীক্ষিত সিনেমা 'ফাইটার'। আগামী বছর মুক্তি পাবে ছবিটি। তবে এখন থেকেই নির্মাতা সিদ্ধার্থ আনন্দের ছবিটি নিয়ে দর্শকের প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। কারণ, এই ছবিতে প্রথমবার জুটি বেঁধেছেন হৃতিক রোশন ও দীপিকা পাড়ুকোন। এরই মধ্যে এসেছে ছবিটির টিজার। যা দেখে মুগ্ধ তাদের ভক্তরা।

টিজারে অনিল কাপুর, হৃতিক রোশন ও দীপিকার লুক সবার মন জয় করেছে। টিজারে ধরা পড়েছে অ্যারিয়াল অ্যাকশনের হাড় হিম করা কয়েকটি দৃশ্য। বিমানযোদ্ধার বেশে হৃতিক রোশন এই সিনেমায় হাজির হবেন। তাঁকে শেষ পর্দায় দেখা গেছে 'টাইগার থ্রি'র অতিথি চরিত্রে। 'ফাইটার' ছবিতে এই বলিউড তারকাকে 'শামশের পাঠানিয়া' চরিত্রে দেখা যাবে। এই ছবির জন্য হৃতিক ৫০ কোটি টাকা নিয়েছেন বলে খবর।

দীপিকা পাড়ুকোন 'ফাইটার' ছবির অন্যতম আকর্ষণ। এতে তাঁকেও হৃতিক রোশনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অ্যাকশন করতে দেখা যাবে। 'ফাইটার' ছবিতে 'মিনল রাঠো'র রূপে আসছেন দীপিকা। এই ছবির জন্য তিনি পারিশ্রমিক নিয়েছেন ১৫ কোটি টাকা। 'ফাইটার'-এ দেখা যাবে অনিল কাপুরকে। সিদ্ধার্থের এই ছবিতে তাঁকে গ্রুপ ক্যাপ্টেন 'রাকেশ জয় সিং' ওরফে রকির ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা যাবে। এই ছবির জন্য অনিল কাপুর নিয়েছেন সাত কোটি রুপি।

এছাড়া টেলিভিশন জগতের তারকা অভিনেত্রী বিপাশা বসুর স্বামী করণ সিং গ্রোভারকে 'ফাইটার' ছবিতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে। এই ছবিতে তাঁর পারিশ্রমিকের অঙ্ক হলো দুই কোটি টাকা।

সমালোচনার পর আইনি বিপাকে বলিউডের ৩ তারকা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : একটি খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানের পানমসলার বিজ্ঞাপনের মডেল হয়েছেন বলিউডের শীর্ষ তিন তারকা। এরা হলেন শাহরুখ খান, অক্ষয় কুমার ও অজয় দেবগন।

গুটখা নামের একটি প্রতিষ্ঠানের পানমসলার বিজ্ঞাপনে কাজ করার কারণে এত দিন সোশ্যাল মিডিয়ায় নেটিজেনদের সমালোচনার শিকার হয়েছেন তারা। এবার আইনি জটিলতায় পড়েছেন এ ৩ বলিউড তারকা।

এ তিন তারকার নামে আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে। একটি অবমাননা আবেদনের জবাবে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে এলাহাবাদ হাইকোর্টের লখনৌ বেঞ্চকে তারকাদের এ নোটিশ পাঠানোর কথা জানানো হয়েছে।

স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক হওয়ায় গুটখার মতো তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা না থাকলেও তার বিজ্ঞাপন নিয়ে যথেষ্ট কড়াকড়ি রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে।

২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গুটখার বিজ্ঞাপন নিয়ে আদালতের পক্ষে যে নির্দেশ জারি করা হয়েছিল, এ বিজ্ঞাপনে তা অমান্য করা হয়েছে এ অভিযোগের ভিত্তিতে চলতি বছরের অগস্ট মাসে এলাহাবাদ হাইকোর্টে একটি আবেদন জমা দেন এক আইনজীবী।

তিনি অভিযোগ করেন, সাধারণ নাগরিকদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক পণ্যের বিজ্ঞাপনে শাহরুখ, অক্ষয় ও অজয়ের মতো তারকাদের উপস্থিতি সমাজের উপর কুপ্রভাব বিস্তার করে। গত অক্টোবর মাসে গোটা বিষয়টি সরকারকে জানান আবেদনকারী আইনজীবী।

অবমাননার আবেদনের শুনানির পর কেন্দ্রীয় সরকারের ক্যাবিনেট সচিবকে নোটিশ পাঠায় এলাহাবাদ হাইকোর্ট। শুক্রবার ডেপুটি সলিসিটর জেনারেলের পক্ষে জানানো হয়, কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রেতা সুরক্ষা কর্তৃপক্ষ এরই মধ্যে শাহরুখ, অক্ষয় ও অজয়কে শোকজের নোটিশ পাঠিয়েছে। আগামী বছর ৯ মে এ মামলায় পরবর্তী শুনানির তারিখ ধার্য করা হয়েছে।

অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট গুটখা প্রতিষ্ঠানকে নোটিশ পাঠিয়েছেন অমিতাভ বচ্চন। তার অভিযোগ- তার সঙ্গে সংস্থার চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও নাকি তার অভিনীত বিজ্ঞাপন দেখানো হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ আলোচনা-সমালোচনা চলছে।

যখন কাজ ছিল না কেউ খবর নেয়নি, এখানে কেউ কারো নয়: বাপ্পারাজ

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : অভিনয়ে খুব একটা নেই চিত্রনায়ক বাপ্পারাজ। শনিবার হুট করে এই অভিনেতা বললেন, ফিল্ম টা এমনই যখন কাজ ছিলনা, তখন কেউ খবরও নেয়নি। আর এখন সফল হওয়ার পরে, সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার সবার মুখে। ববি ভাই , ববি ভাই বলে ফেনা উঠে যাচ্ছে। স্বার্থ ছাড়া এখানে কেউ কারো নয়। ফিল্ম টা এমন। সম্প্রতি বলিউডের অ্যানিমেল মুক্তি পোয়ার পর ববি দেওল আলোচনায় এসেছেন এর আগে গদর ২ দিয়ে রীতিমতো বিস্ময়কর পুনর্জন্ম ঘটে বলিউডের এই তারকার। এরই প্রেক্ষিতে ঢাকাই বাপ্পারাজ ফেসবুক ববি দেওয়ালের সঙ্গে ক্যাপশন জুড়ে কথাগুলো লিখেন।

এদিকে, সম্প্রতি 'ফ্ল্যাশব্যাক ৭১' নামে অনুদানের স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন বাপ্পারাজ। চলচ্চিত্রটি পরিচালনা করেছেন বাহার উদ্দিন খেলন। এতে মেজর আকবর চরিত্রে দেখা যাবে বাপ্পারাজকে। আগামী ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস উপলক্ষে চলচ্চিত্রটি মুক্তি পাবে বলে জানা গেছে। এ প্রসঙ্গে বাপ্পারাজ বলেন, 'ভালো গল্প ও চরিত্র পাচ্ছিলাম না বলে চলচ্চিত্রে আমাকে কম দেখছেন দর্শক। এ চলচ্চিত্রটির গল্প অসাধারণ। চরিত্রটিও মনের মতো।আশা করি, দর্শকদের কাজটি পছন্দ হবে।'

এতে আরও অভিনয় করেছেন প্রার্থনা ফারদিন দীঘি, প্রয়াত আব্দুল আজিজ,রেহানা জলি, নাসরিনহেলালী।

এক সময়ের জনপ্রিয় অভিনেতা বাপ্পারাজ দীর্ঘদিন ধরে অভিনয়ে অনিয়মিত। অভিনয়থেকে দূরে থাকলেও মাঝেমধ্যে চলচ্চিত্রসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আয়োজনে তাঁকে পাওয়া যায়। তাঁর অভিনীত মুক্তির অপেক্ষায় আছে 'সিক্রেট এজেন্ট' নামের একটি চলচ্চিত্র। সাফি উদ্দিন সাফি পরিচালিত অ্যাকশন থ্রিলার চলচ্চিত্রের মাধ্যমে দীর্ঘদিন পর২০২০ সালের জানুয়ারিতে নতুন করে কাজে ফেরেন এ অভিনেতা। চলচ্চিত্রের কাজ অনেক আগেই শেষ হলেও এটি তিন বছরেও আলোর মুখ দেখেনি।

সোহম-শ্রাবন্তী আবারও জুটি হয়ে আসছেন!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দুই যুগের বেশি সময় ধরে শুরু হয়েছিল তাদের যাত্রা। শিশুশিল্পী হিসেবে তাদের দেখেছিলেন সিনেমাপ্রেমীরা। যদিও তারপর একসঙ্গে একের পর এক সিনেমায় অভিনয় করেছেন সোহম চক্রবর্তী এবং শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়।

'ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে' থেকে 'অমানুষ'সহ অসংখ্য সিনেমায় তাদের একসঙ্গে দেখেছেন চলচ্চিত্রপ্রেমীরা। টালিউডের ভেতরের সংবাদ- আবারও নতুন সিনেমায় জুটি বাঁধতে চলেছেন নায়ক-নায়িকা।

বিভিন্ন সূত্রে শোনা যাচ্ছে, পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন অভিমন্যু মুখোপাধ্যায়। রোমান্টিক কমেডির মোড়কে নাকি গল্পকে সাজাচ্ছেন পরিচালক। প্রযোজনার দায়িত্বে নাকি থাকবে 'দাগ ক্রিয়েটিভ মিডিয়া'। তবে এ মুহূর্তে প্রযোজক, পরিচালক এ নিয়ে কোনো কথাই বলতে চাচ্ছেন না।

অভিমন্যুর পরিচালনায় একাধিক কাজ করেছেন সোহম এবং শ্রাবন্তী। 'টেকো', 'গুগলি', 'পিয়া রে'সহ বেশ কিছু সিনেমায় দেখা গেছে এ জুটিকে। এ মুহূর্তে শ্রাবন্তীর ঝুলিতে রয়েছে বেশ কিছু সিনেমা।

অন্যদিকে সোহমও একের পর এক সিনেমায় চুক্তিবদ্ধ হচ্ছেন। 'দেব' অভিনীত 'প্রধান' সিনেমায় গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে সোহমকে। আগামী দিনে অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীর সঙ্গেও কাজ করার কথা তার।

অন্যদিকে শ্রাবন্তীর ঝুলিতে রয়েছে 'দেবী চৌধুরাণী'। সিনেমাটি পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন শুভ্রজিৎ মিত্র। এ সিনেমার শুটিং কবে শুরু হবে, তা নিয়েও যেন আলোচনার শেষ নেই।

তবে পরিচালকের দাবি এ সবই রটনা। অভিমন্যু পরিচালিত 'কীর্তন' সিনেমাটি কয়েক মাস আগে মুক্তি পেয়েছে। সোহম-শ্রাবন্তী জুটিকে কীভাবে দেখা যাবে, সেটাই দেখার বিষয়।

এ নতুন সিনেমার লুক সেট হয়নি এখনো। সম্ভবত ফেব্রুয়ারি মাসের পর থেকে শুরু হবে সিনেমার দৃশ্য ধারণের কাজ।

বাবর আজমকে নিয়ে

মুখ খুললেন শাদাব খান

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপে পাকিস্তানের ব্যর্থতার পরই অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেন বাবর আজম। শুধু একদিনের ক্রিকেট নয়, কোনো ফরম্যাটেই অধিনায়ক থাকেননি তিনি। গত ১৫ নভেম্বর বাবর নেতৃত্ব ছাড়ার পর পাকিস্তান দু'টি ফরম্যাটে দু'জন আলাদা অধিনায়ক বেছে নেয়। টেস্টের দায়িত্ব দেওয়া হয় শান মাসুদকে। টি-টোয়েন্টিতে দায়িত্ব পান শাহিন আফ্রিদি।

বাবর নিজে সেই বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনো কথা না বললেও তাকে নিয়ে মুখ খুলেছেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু শাদাব খান। ক্রিকেট পাকিস্তানকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শাদাব বলেছেন, প্রত্যেকের সিদ্ধান্তই তাদের ব্যক্তিগত। বাবর হয়তো নেতৃত্ব ছেড়ে দেওয়াই সঠিক সিদ্ধান্ত বলে মনে করেছে। আমরা ওকে শুভেচ্ছা জানিয়েছি। ও অধিনায়ক থাকাকালীন দারুণ সময় কাটিয়েছি। এবার শাহিন ওই দায়িত্ব নিয়েছে। আমরা তার অধীনে খেলার জন্যও মুখিয়ে রয়েছি।

শাদাব আরও বলেছেন, পাকিস্তান সুপার লিগে শাহিনের অধিনায়কত্ব আমরা দেখেছি। খুব ভালো নেতৃত্ব দিয়েছে। দেখা যাক, দেশের হয়ে প্রথম বার নেতৃত্ব দিতে নেমে ও কেমন খেলে। কতটা মজা করতে পারি সেটাও দেখার। আমি নিজে তো ব্যক্তিগতভাবে খেলার জন্য মুখিয়ে রয়েছি।

টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক হিসেবে শাহিনের প্রথম কাজ নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দলকে নেতৃত্ব দেওয়া। অকল্যান্ডে পাঁচ ম্যাচের সিরিজ শুরু হবে আগামী ১২ জানুয়ারি। ২১ জানুয়ারি ক্রাইস্টচার্চে হবে শেষ টি-টোয়েন্টি।

কামব্যাকে জয়ে

ফিরল ম্যানসিটি

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : প্রিমিয়ার লিগে টানা চার ম্যাচ জয়ের দেখা পায়নি ম্যানচেস্টার সিটি। রোববার টানা পঞ্চম ম্যাচ জয়হীন থাকার পথে পা বাড়িয়েছিল পেপ গার্দিওলার সিটিজেনরা। তবে বেনার্ড সিলভা ও জ্যাক গ্রেলিসের গোলে কামব্যাক করে লুটন সিটির বিপক্ষে ২-১ গোলে জিতেছে ম্যানসিটি। সাড়ে ১১ হাজার দর্শক ধারণক্ষম কেনি স্টেডিয়ামে লিগের ১৬তম ম্যাচে প্রথমার্ধে গোল খেয়ে পিছিয়ে পড়ে ম্যানচেস্টার সিটি। গোল করেন লুটন সিটির আদেবাও। দ্বিতীয়ার্ধে ওই গোল শোধ করেন ম্যানসিটির পর্তুগিজ মিডফিল্ডার বেনার্ড সিলভা। ম্যাচের ৬২ মিনিটে গোল করেন তিনি। তিন মিনিট পরেই জয়সূচক গোলটি আসে ইংলিশ ফরোয়ার্ড জ্যাক গ্রেলিসের পা থেকে। ৬৫ মিনিটে তার করা গোলেই জয় তুলে নিয়েছে সিটিজেনরা। পয়েন্ট টেবিলে চারে আছে তারা। ম্যানসিটি লিগ ম্যাচে এর আগের জয়টি পেয়েছিল ৪ নভেম্বর। বোর্নামাউথকে ৬-১ গোলের বন্যায় ভাসিয়েছিল তারা। এর পরে চেলসির বিপক্ষে ৪-৪ গোলের সমতা করে সিটিজেনরা। পরের ম্যাচে লিভারপুলের বিপক্ষে ১-১ গোলের সমতায় মাঠ ছাড়ে। এরপর টটেনহ্যাম ৩-৩ গোলে আটকে দেয় তাদের। পরের ম্যাচে অ্যাস্টন ভিলার বিপক্ষে ১-০ গোলে হেরেছিল গত আসরের লিগ শিরোপা জয়ী দলটি।

জানুয়ারিতেই কি মাঠে ফিরছেন হার্দিক?

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ভারতীয় ক্রিকেটে এখন বড় প্রশ্ন তৈরি হয়েছে হার্দিক পাণ্ডিয়াকে ঘিরে। কবে জাতীয় দলের জার্সিতে দেখা যাবে এই অলরাউন্ডারকে? শনিবার সেই প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সচিব জয় শাহের কাছ থেকে। তিনি জানিয়েছেন, পরের বছর জানুয়ারিতে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে দেখা যেতে পারে হার্দিককে। শনিবার মুম্বাইয়ে মহিলাদের প্রিমিয়ার লিগ (ডব্লিউপিএল) নিলামের পরে সাংবাদিকদের জয় শাহ বলেন, 'হার্দিকের উপরে আমরা প্রতিদিন নজর রেখে চলেছি। ও এখন জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রয়েছে। ফিট হওয়ার জন্য পরিশ্রম করে চলেছে। হার্দিক সুস্থ হয়ে গেলেই আপনাদের জানিয়ে দেব। পরের মাসে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ও দলে ফিরতে পারে।' হার্দিক চোট পেয়ে যাওয়ায় জল্পনা শুরু হয়েছিল, তা হলে কি পরের বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে রোহিত শর্মাকে আবার অধিনায়ক হিসেবে দেখা যাবে? বোর্ড সচিব এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি। তিনি বলেছেন, 'টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পরের বছর জুনে। আমাদের হাতে অনেক সময় আছে। এখনই এই নিয়ে কথা বলার কোনও মানে হয় না।'

আইপিএল শুরু কবে?

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : আইপিএল শুরুর দিন ঘোষণা করল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। বোর্ড সচিব জয় শাহ ২০২৪ সালের আইপিএল শুরুর দিন ঘোষণা করেছেন। একই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, আগামী ফেব্রুয়ারিতে হবে মহিলাদের আইপিএল।

আগামী ১৯ ডিসেম্বর দুবাইয়ে হবে আইপিএলের নিলাম। তার আগেই জানা গেল আগামী আইপিএল শুরুর দিন। শনিবার মহিলাদের আইপিএলের নিলাম পর্বের পর বোর্ড সচিব বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের প্রতিযোগিতার দিন জানিয়েছেন। যদিও জয় নির্দিষ্ট ভাবে প্রতিযোগিতা শুরুর তারিখ জানাননি। বিসিসিআই সচিব জানিয়েছেন, মার্চ মাসের শেষে শুরু হবে আইপিএল। প্রতিযোগিতা চলবে মে মাসের শেষ সপ্তাহ অথবা জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত। মার্চের শেষ সপ্তাহে প্রতিযোগিতা শুরুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জয়। ১৯ ডিসেম্বরের নিলামে ১০টি ফ্র্যাঞ্চাইজি মোট ৭০ জন ক্রিকেটারকে কেনার সুযোগ পাবে। তাদের মধ্যে বিদেশি ক্রিকেটার থাকতে পারেন সর্বোচ্চ ৩০ জন। এবারই প্রথম আইপিএলের নিলাম হবে দেশের বাইরে। দলগুলো সব মিলিয়ে খরচ করতে পারবে সর্বোচ্চ ২৬২.৯৫ কোটি টাকা। ২০২৪ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে হতে পারে লোকসভা নির্বাচন। তাই এখনই নির্দিষ্ট ভাবে জানানো যাচ্ছে না আইপিএল শুরু এবং শেষের নির্দিষ্ট দিন। সব দিক খতিয়ে দেখে প্রতিযোগিতার সূচি ঘোষণা করবেন বিসিসিআই কর্মকর্তারা। তবে নির্বাচনের আগেই মহিলাদের আইপিএল শেষ করে ফেলতে চাইছেন তারা।

চিকিৎসক ছাড়াই

অস্ট্রেলিয়া সফরে পাকিস্তান দল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বিতর্ক যেন পিছু ছাড়ছে না পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডে (পিসিবি)। বিশ্বকাপ ব্যর্থতার পর দল ও বোর্ডে একাধিক পালাবদলের ঘটনাও ঘটেছে। এবার চিকিৎসক ছাড়াই অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়ে নতুন করে আলোচনার জন্ম দিল তারা।

পিসিবির বিশ্বস্ত সূত্রে বার্তা সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, ভিসা এবং পাসপোর্ট সংক্রান্ত ঝামেলার কারণে অস্ট্রেলিয়া সফরে চিকিৎসক ছাড়াই গেছেন বাবর-রিজওয়ানরা। এছাড়া পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দল সংযুক্ত আরব আমিরাত সফরে গেছে টিম ম্যানেজার ছাড়াই।

সোহেল সালিম নামে একজন চিকিৎসকের পাকিস্তান দলের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড সফরে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এখনও দলের সঙ্গে যোগ দিতে পারেননি তিনি। পিসিবি সূত্র জানিয়েছে, ডা. সালিমের জন্য ভিসার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছে বোর্ড। এছাড়া অস্ট্রেলিয়া সফরের পাকিস্তান স্কোয়াডে থাকা অফ স্পিনার সাজিদ খানেরও ভিসা জটিলতার মুখে পড়তে হয়েছে। এদিকে, এশিয়া কাপের জন্য টিম ম্যানেজার হিসেবে পাকিস্তানের জুনিয়র দলের সঙ্গে সংযুক্ত আরব আমিরাতে যাওয়ার কথা ছিল সাবেক টেস্ট ব্যাটার শোয়েব মুহাম্মদের। জানা গেছে, শোয়েবের পাসপোর্টের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে।

পেলের ১০ নম্বর জার্সিকে

অবসরে পাঠাল সান্তোস

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ক্লাব ফুটবলে কিংবদন্তি খেলোয়াড়দের জার্সি অবসরের রীতিটা বেশ পুরোনো। অনেক ক্লাব তাদের কিংবদন্তি খেলোয়াড়দের সম্মান জানাতে নির্দিষ্ট নম্বরের জার্সি আর কখনো ব্যবহার করে না। ম্যারাডোনা নাপোলিকে অসামান্য সাফল্য এনে দেওয়ার স্বীকৃতিস্বরূপ নাপোলি তাদের ১০ নম্বর জার্সিকে পাঠায় অবসরে। এরপর থেকে এই নম্বরের জার্সি আর কেউ পরতে পারে না। তেমনি ফুটবলের রাজা পেলের শেষদিকের ক্লাব নিউইয়র্ক কসমসও চিরদিনের জন্য তুলে রেখেছে পেলের ১০ নম্বর জার্সিটা। তবে যে ক্লাবে খেলে পেলে হয়ে উঠেছিলেন তারকাদের তারকা, তার মৃত্যুর পরও সান্তোসের খেলোয়াড়কে এই জার্সি পরতে দেখা গেছে।

এদিকে, গত কয়েক মৌসুম ধরেই সময়টা ভালো কাটছে না সান্তোসের। দেনায় জর্জরিত ক্লাবটিতে যোগ হয়েছে রাজনৈতিক বিভেদ, ফুটবলারের অভাবসহ নানা বিষয়। এই মৌসুমে এসে সবচেয়ে বড় লজ্জার মুখে পড়েছে ক্লাবটি। গত সপ্তাহে ঘরের মাঠে ফোরতালেজার কাছে ২-১ ব্যবধানে হেরে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো অবনমনে পড়েছে পেলের ক্লাব। এমন অবস্থার মাঝে ক্লাবের পক্ষ থেকে ঘোষণা এসেছে, প্রথম বিভাগে না ফেরা পর্যন্ত পেলের স্মৃতিবিজড়িত ১০ নম্বর জার্সিকে সাময়িকভাবে অবসরে পাঠাচ্ছে তারা। এছাড়া এই বছর ব্রাজিলিয়ান লিগের প্রতি ম্যাচের দশম মিনিটে পেলেকে শ্রদ্ধা জানানো হবে।

এর আগে গত বছরেও সান্তোসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল তারা আর কখনোই পেলের ১০ নম্বর জার্সিটা ব্যবহার করবে না। তবে স্বয়ং পেলে বলেছিলেন, তিনি চান না ১০ নম্বর জার্সি উঠে যাক। পরে পেলের অনুরোধে সিদ্ধান্ত বদলায় সান্তোস। গত বছরের ২৯ ডিসেম্বর না ফেরার দেশে চলে গিয়েছেন ৮১ বছর বয়সী পেলে।

পঞ্চমবার পাঁচের

চক্করে বাভারিয়ানরা

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : বুন্দেসলিগায় বায়ার্ন মিউনিখকে গুনে গুনে গোল দেওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। যে নজির খুব কমই দেখা যায়। গত কয়েক বছরে তো তারাই প্রতিপক্ষের জালে হালি হালি গোল দিচ্ছে। এবার তাদের হতাশায় ডোবাল ফ্রাঙ্কফুর্ট। তবে এই দলের সঙ্গে পাঁচ গোল খাওয়ার দুঃসহ স্মৃতি আগেও রয়েছে বায়ার্নের। ২০১৯ সালে বুন্দেসলিগায় একই ব্যবধানে ফ্রাঙ্কফুর্টের কাছে হেরেছিল দলটি। চার বছর পর ফ্রাঙ্কফুর্টের মাঠেই একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটল। ৫-১ গোলের হারে বেজায় হতাশ বাভারিয়ানরা।

লিগে নিজেদের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বাজে হার ১১-১ গোলের পরাজয়। ১৯৭১ সালে বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের কাছে এতটা লজ্জাজনকভাবে হেরেছিল বায়ার্ন, মাঠেই ম্যাচ শেষে কেঁদে বুক ভাসিয়েছেন দর্শকরা। এর পর দীর্ঘ সময় তাদের দাপট দেখে জার্মানির দর্শকরা। গত এক দশক ধরে তো তারাই বুন্দেসলিগায় শাসন করছে। কিন্তু এবার তাদের চলতে হচ্ছে লেভারকুসেনের পিছু পিছু। পয়েন্ট টেবিলের ১-এ এখন লেভারকুসেন। তাদের অর্জন ১৩ ম্যাচ থেকে ৩৫। আর বায়ার্ন সমান ম্যাচ খেলে ৩২ পয়েন্ট তুলেছে। তার মধ্যে এতবড় হার তাদের আরও দুশ্চিন্তা বাড়াল।

৫-১; বায়ার্নের ইতিহাসে এই চক্করটা বারবারই তাদের ধাক্কা দেয়। সেই ১৯৯৪ থেকে শুরু। এর পর শনিবার রাত পর্যন্ত পঞ্চমবারের মতো এই চক্করে পড়েছে বাভারিয়ানরা। ঠিক ২৯ বছর আগে ফেইবুর্গের কাছে হেরেছিল ৫-১ গোলে। এর পর ২০০২-এ শালকের কাছে একই ব্যবধানে। ২০০৮-০৯ মৌসুমে আবার উলফসবার্গের বিপক্ষে ৫-১ গোলে হারে দলটি। ২০১৯ সালে ফ্রাঙ্কফুর্ট এবং শনিবার রাতে সেই একই দলের কাছে একই স্কোর দেখতে হলো বায়ার্ন দর্শকদের। মজার ব্যাপার হলো, এই পাঁচবারই প্রতিপক্ষের মাঠে গিয়ে ৫-১ গোলে হেরে যায় বায়ার্ন।

এদিন বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন কিমিস। ম্যাচের ৪৪তম মিনিটে তিনি সান্ত্বনার গোলটি উপহার দেন দলকে। কিন্তু তাঁর গোলে ছিল না কোনো উচ্ছ্বাস। কারণ প্রতিপক্ষের মাঠে আগেই ম্যাচ থেকে ছিটকে যায় বায়ার্ন।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR